লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য এবং রপ্তানী নীতি
একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব

Export Policy and Export Trade of Bangladesh : *A Discussion*

Khondoker Abdul Mottaleb

Abstract : Foreign trade is an important macro economic variable of a country. It is one of the most important indicators of an economy. In order to analyse the trend of an economy it is necessary to analyse the trend of export import- performance of a country. Bangladesh is a developing country and balance of trade may play a vital role in achieving rapid economic development of the country. Unfortunately, this important sector could not contribute properly. The trade balance of the country is unfavourable because in each year Bangladesh has to spend more for importing capital goods and raw materials for capital goods as well as industrial raw materials. Also consumption of petroleum products of the country depends entirely on import. Bangladesh is now trying to boost up her export by providing new policy and various forms of incentives to the private sector exporters. This article is devoted to study the recent performance of export trade (from 1990/91 to 1997/98) of Bangladesh. Sectoral contribution such as jute sector, readymade garments etc in the export trade has also been discussed here. In the last section, recently announced Export Policy (1997-2002) has discussed in details.

১। সূচনা

বাণিজ্যে বসত: লক্ষ্মী: কথাটি সর্বাংশে সত্য হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কথাটি এখনও সত্য হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনও বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে লাভের মুখ দেখেনি। উপরন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানী নির্ভর হওয়ার কারণে বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩/৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯১৯ মি: মার্কিন ডলার। এই সময় রপ্তানী আয় ছিল ৩৭২ মি: মার্কিন ডলার। ফলে এসময় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি গিয়ে দাঁড়ায় ৫৩৭মি: মার্কিন ডলারে (বাংলাদেশ সরকার: ১৯৯৩/৯৪, পৃ: ৪২০)। ১৯৮০/৮১ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় ছিল ২৫৩৩ মি: মার্কিন ডলার। একই সময় রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭১০ মি: মার্কিন ডলারে। যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি গিয়ে দাঁড়ায় ১৮২৩ মি: ডলারে (বাংলাদেশ

সরকার: ১৯৯৩/৯৪,পৃ:৪২০)। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয় ছিল ৫১৬১ মি: মার্কিন ডলার অপরপক্ষে আমদানী ব্যয় ছিল ৭৫২৪ মি: মার্কিন ডলার। যার ফলে উক্ত বছরে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৬৩ মি: মার্কিন ডলর (বাংলাদেশ ব্যাংক: ১৯৯৯,পৃ:১১৭)। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য নিবন্ধে ১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ববাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে উদার বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করছে। এজন্য ইতোমধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা উদারীকরণ এবং টাকাকে চলতি হিসাবে বিনিময়যোগ্য করা হয়েছে। বিনিময় হারকে বাজার হারের অধিক নিকটতর করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পাঁচ বছর মেয়াদী রপ্তানী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে। আলোচ্য নিবন্ধে ঘোষিত রপ্তানী উন্নয়ন নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্য (১৯৯০-১৯৯৮)

১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে রপ্তানী আয় ছিল ১৭১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯১/৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৬.১ ভাগ বেশী। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানী হতে প্রাপ্ত আয় ছিল ৫১৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের তুলনায় ১৬.৫৮ ভাগ বেশী ছিল। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানী আয় ছিল ৪৪২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সঙ্গে পণ্য আমদানীর চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় রপ্তানী আয় যেভাবে বেড়েছে আমদানী ব্যয়ও প্রায় সেই হারে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমাগত ভাবে বেড়েছে।

সারণী-১। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য আমদানী-রপ্তানী, তাদের প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানী-আমাদী অনুপাত

উপাদানসমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্য আমদানী ব্যয় (মি: মা:ড:)	৩৪৭২	৩৫১৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৮৮১	৭১৬২	৭৫২৪
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	.....	১.৩	১৫.৮	২.৯	৩৯.২	১৭.৯	৪.১	৫.০৫
জিডিপি শতকরা হার**	১০.২	১১.২	১১.০	১০.১	১৪.৩	১৫.৪	২০.৭	.....
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	.....	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬৫৮
জিডিপির শতকরা হার**	৫.৫	৬.২	৭.০	৭.৩	৮.৯	৮.৮	১২.২	.....
রপ্তানী আমদানী অনুপাত	১:২.০২	১:১.৭৬	১:১.৭১	১:১.৬৫	১:১.৬৮	১:১.৭৭	১:১.৬২	১:১.৪৬
বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্য ভারসাম্য (মি:মা:ড:)	-১৭৫৪	-১৫২২	-১৬৮৮	-১৬৫৭	-২৩৬১	-২৯৯৯	-২৭৩৫	-২৩৬৩

উৎস: বাংলদেশ সরকার, বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমিক্ষা১৯৯৮,পৃ:১৩০-১৩১
*বাংলাদেশ ব্যাংক(১৯৯৯), বাষিক রিপোর্ট১৯৯৭-৯৮,পৃ:১৭৭। ** বাংলাদেশ সরকার, ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ ১৯৯৪/৯৪ এবং ১৯৯৬/৯৭ হতে সংগৃহীত।

সারণী-১ -এ বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্যের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯০/৯১ সালে বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৭৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯১/৯২, ১৯৯২/৯৩ অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পেলেও ১৯৯৪/৯৫

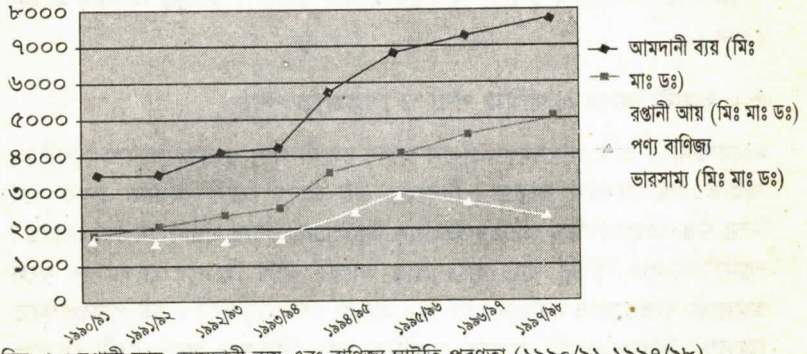

চিত্র -১ ঃ রপ্তানী আয়, আমদানী ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি প্রবণতা (১৯৯০/৯১-১৯৯৭/৯৮)

অর্থবছরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ছিল ২৩৬৩ মিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশের এই ক্রমাগত ঘাটতির অন্যতম কারণ হলো কিছুকিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে বাংলাদেশের পুরোপুরি আমদানী নির্ভরতা। যেমন পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ পুরোপুরি আমদানীর উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া উন্নয়ন প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানী এবং খাদ্যশস্য আমদানী ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী আমদানী করে। অন্যদিকে বিগত আর্থিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তাণী পণ্য যেমনঃ হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদির রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। যার ফলে আমদানী-রপ্তানী ব্যবধান আশানুরূপ হ্রাস পায়নি। চিত্র-১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় ও রপ্তানী আয়ের প্রবণতা এবং সেই সাথে আমদানী-রপ্তানী ব্যবধান প্রবণতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমদানী যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, রপ্তানী ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেলেও আমদানীর অনুপাতে বাড়েনি এবং কখনই আমদানী ব্যয়কে রপ্তানী আয় অতিক্রম করতে পারেনি। ১৯৯০/৯১ সালে রপ্তানী-আমদানী অনুপাত ছিল ১:২.০২। ১৯৯৭/৯৮ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১:১.৪৬ ভাগে। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি ১৯৯০/৯১ হতে ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছর পর্যন্ত অনেকটা স্থির থাকলেও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে তা অনেক বেড়ে যায়। তবে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর হতে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতির প্রবণতা নিম্ন গতি রেখার ব্যবধান হ্রাসের ইঙ্গিত করে (চিত্র-১)। ১৯৯৬/৯৭ এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য

সংযোজনী-১ এ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্য ও উক্ত পণ্যের বিপরীতে অর্জিত আয় দেখানো হয়েছে। নিবন্ধের এই অংশে রপ্তানী আয়কে একক ধরে নিয়ে উক্ত আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। রপ্তানী আয়কে বিভিন্ন খাত হতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ হিসেবে দেখানোর ফলে আলোচ্য খাতগুলোর বর্তমান চাল-চিত্র সহজে বোধগম্য হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য নিবন্ধে রপ্তানী আয়কে প্রাথমিক পণ্য, শিল্পজাত পণ্য, তৈরী পোষাক শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য প্রভৃতি খাত হতে লব্ধ আয়ের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের অবদান আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানী বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্যের শেয়ার কখনও শতকরা ১৮ ভাগের বেশী আসেনি। ১৯৯১/৯২ অর্থবছর হতে ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের শেয়ার মোটামুটি স্থির ছিল বলা যায়। সারণী-২ এ দেখা যায় যে, ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের অবদান ছিল শতকরা ১৩.৪৪ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৮৮ ভাগে। তবে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৮.৭০ ভাগ যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৪.৬৪ ভাগ কম।

সারণী-২। রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক ও শিল্পজাতপণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপাদানসমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮*
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা: ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
প্রাথমিক পণ্য হতে রপ্তানী আয়	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৪৪৯
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	১৭.৮৭	১৩.৪৪	১৩.১৮	১৩.৭০	১৩.০২	১২.২৬	১১.৮৮	৮.৭০
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	---	১২.৭০	১৭.১৬	১০.৫০	৩০.২৬	৫.৩১	১০.৫০	১৪.৬৪
শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৬	৩৯০১	৪৭১২
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	৮২.১৩	৮৬.৫৬	৮৬.৮২	৮৬.৩০	৮৬.৯৮	৮৭.৭৪	৮৮.১২	৯১.৩০
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	--	২২.৩২	১৯.৮৭	৫.৭০	৩৮.১৩	১২.৭৪	১৪.৫৩	২০.৭৯
রপ্তানী আয় (মি:মা: ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮),বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা১৯৯৮,পৃ:১৩০।

*বাংলাদেশ ব্যাংক(১৯৯৯),বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮,পৃ:১১৭।

অন্যদিকে রপ্তানীখাতে শিল্পপজাত দ্রব্যের অংশ ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থ বছরে রপ্তানীখাতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৮২.১৩ ভাগের মত, ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৩০ ভাগে পৌছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছর

১৯৯৬/৯৭এর তুলনায়ন ২০.৭৯ ভাগ বেশী । ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৮৮.১২ ভাগ।

৪। রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত পণ্য

সারণী-৩ এ পাট ও পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানী আয় এবং পাট বহির্ভূত খাত হতে রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে ৪.৫ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য এবং ১৮.১ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে যথাক্রমে ২৭৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে ৪.৯ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে এবং ১৭.৫ লাখ বেল কাঁচাপাট রপ্তানী করে অর্জিত হয় যথাক্রমে ৩১৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমান ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী একক মূল্য শতকরা ১১.২ ভাগ হ্রাস পাওয়ার কারণে রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে (বাংলাদেশ ব্যাংক; ১৯৯৯, পৃ:৬৮)।

সারণী-৩। রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং পাট বহির্ভূত পণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপাদান সমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী আয়	৩৯৪	৩৮৬	৩৬৬	৩৪১	৩৯৮	৪২০	৪৩৪	৩৮৯
মোট রপ্তানী আয়েঅংশ (০%)	২২.৯৩	১৯.৩৬	১৫.৩৬	১৩.৪৬	১১.৪৬	১০.৮২	৯.৮০	৭.৫৪
বার্ষিক শতবরা পরিবর্তন	--	-২.০৩	-৫.১৮	-৬.৮৩	১৬.৭২	-৫.৫৩	৩.৩	১০.৩৭
পাট বর্হিভূত পণ্য হতে রপ্তানী আয়	১৩২৪	১৬০৮	২০১৭	২১৯৩	৩০৭৫	৩৪৬২	৩৯৯৩	৪৭৭২
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ(০%)	৭৭.০৭	৮০.৬৪	৮৪.৬৪	৮৬.৫৪	৮৮.৫৪	৮৯.১৮	৯০.২০	৯২.৪৬
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	---	২১.৪৫	২৫.৪৩	৮.৭৩	৪০.২২	১২.৫৮	১৫.৩৪	১৯.৫১
রপ্তানীআয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮). বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮,পৃ:১৩০।
বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯),বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮,পৃ:১১৭।

দেশের রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অংশ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে । ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে পাটখাত হতে রপ্তানী আয় বাবদ অর্জিত হয় ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল মোট আয়ের ২২.৯৩ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে এই খাতের অংশ এসে দাঁড়ায় মোট রপ্তানী আয়ের ৭.৫৪ ভাগে (৩৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৩৭ ভাগ কম। অপরদিকে পাট বহির্ভূত খাতের অবদান দেশের রপ্তানী আয়ে ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানী আয়ে পাট বহির্ভূত খাতের অবদান ছিল ৭৭.০৭ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৬ ভাগে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯.৫১ ভাগ বেশি। পাট খাতের এই ক্রমহ্রাসমান অবদানের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধান চাষের আধিক্য, বিদেশে পাটের চাহিদা হ্রাস পাওয়া এবং কৃত্রিম তন্তুর সাথে প্রতিযোগিতায় পাটের বিদেশী বাজার হারানো ইত্যাদি। বর্তমানে ধান উৎপাদনের সাথে পাটের সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

৫। রপ্তানী আয়ে তৈরী পোশাক শিল্প (নীটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ)

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরী পোশাক শিল্প খাতে নাটকীয় উন্নয়ন সাধন করেছে। এই শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় খালি হাতেই। ১৯৭৬ সালে শূন্য হাতে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানীর দিক থেকে ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ম স্থান, কানাডায় ১৯৯০ সালে ৯ম এবং ১৯৯০ সালে ইইউ ভুক্ত দেশগুলোতে ১০ম বৃহত্তম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (ইসলাম এবং কুদ্দুস: ১৯৯৬, পৃ:১৬৭)। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় ১০০ রকম তৈরী পোশাক বিশ্বের ৫০টিরও বেশী দেশে রপ্তানী করে থাকে (ইসলাম এবং কুদ্দুস: ১৯৯৬, পৃ:১৬৭)। বর্তমানে তৈরী পোশাক শিল্পখাত হচ্ছে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানী খাত। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে তৈরী পোশাক এবং নীটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি হতে রপ্তানী আয় ছিল ৩৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ৭৩.৩২ শতাংশ (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য) এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.০৯ ভাগ বেশী। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে এই খাত হতে অর্জিত হয় ৩,০০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৭.৮২ ভাগ বেশী। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭/৯৮ সালে এই খাত হতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বাস্তবে অর্জিত হয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৮.৬ ভাগ বেশী (বাংলাদেশ ব্যাংক: ১৯৯৯, পৃ:১১৭)।

সারণী-৪ । রপ্তানী আয়ে তৈরী পোশাক শিল্প এবং তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত পণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডালার)

উপাদানসমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
তৈরী পেশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়	৮৬৭	১১৮৩	১৪৪৫	১৫৫৬	২২২৮	২৫৪৭	৩০০১	৩৭৮৪
রপ্তানী আয়ে অংশ %	৫০.৪৭	৫৯.৩৩	৬০.৬৪	৬১.৪০	৬৪.১৫	৬৫.৬১	৬৭.৭৯	৭৩.৩২
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	--	+৩৬.৪৫	+২২.১৫	+৭.৬৮	+৪৩.১৯	+১৪.৩২	+১৭.৮২	+২৬.০৯
তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত হতে রপ্তানী আয়	৮৫১	৮১১	৯৩৫	৯৭৮	১২৪৫	১৩৩৫	১৪২৬	১৩৭৭
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	৪৯.৫৩	৪০.৬৭	৩৯.৩৬	৩৮.৬০	৩৫.৮৫	৩৪.৩৯	৩২.২১	২৬.৬৮
বার্ষিক শতকর পরিবর্তন	--	-৪.৭০	+১৫.৬৬	+৪.২৬	+২৭.৩০	+৭.২৩	+৬.৮২	-৩.৪৪
রপ্তানীআয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃ: ১৩০।

*বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯), বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮, পৃ: ১১৭।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত তৈরী পোশাকের গুণগতমানের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমদানীকারকদের আস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে উক্ত বছরে এ খাতে রপ্তানী বিপুল হারে বেড়ে যায়। সারণী-৪ এ ১৯৯০/৯১ অর্থ বছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত তৈরী পোশাক শিল্প ও তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত খাত হতে রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া মোট রপ্তানী আয়ে উক্ত খাতগুলির অংশ এবং আয়ের বার্ষিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। সারণী-৪ এ দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ সালে তৈরী পোশাক রপ্তানী হতে আয় হয়েছিল ৮৬৭ মিলিয়ন ডলার যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ৫০.৪৭ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে উক্তখাতের অবদান এসে দাঁড়ায় মোট রপ্তানী আয়ের ৭৩.৩২ ভাগে (৩৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

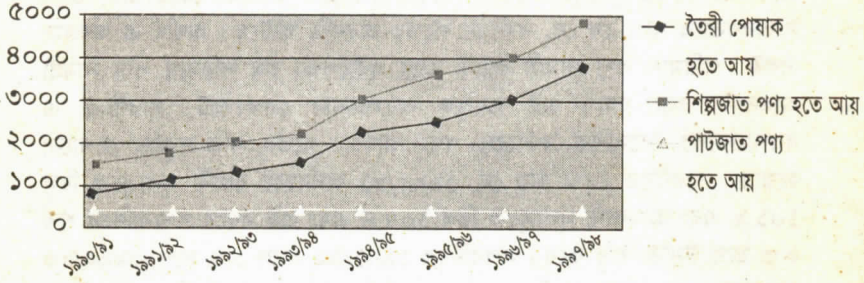

চিত্র -১ ঃ রপ্তানী আয়, আমদানী ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি প্রবণতা (১৯৯০/৯১-১৯৯৭/৯৮)

চিত্র-২ এ, তৈরী পোশাক শিল্প, পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়ের প্রবণতা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, তৈরী পোষাক শিল্পখাত হতে অর্জন এবং শিল্পখাত হতে অর্জন ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পাটখাত হতে রপ্তানী আয় ক্রমাগত ভাবে কমেছে। পাটখাত হতে এই ক্রমহ্রাসমান আয়ের অন্যতম কারণ হলো কৃত্রিম তন্তুর সাথে পাটের অসম প্রতিযোগিতা। চিত্র-২ হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাটের সেই সোনালী দিন আর নেই। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখিত ধানচাষ-পাটচাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাটের সুযোগ ব্যয় (Opportuity Cost) বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। এর ফলে পাটের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চিত্র-২ এ সর্বোচ্চ রেখা শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়ের প্রবণতা নির্দেশক। কিন্তু এই প্রবণতা রেখা একই সঙ্গে তৈরী পোশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়েরও প্রবণতা নির্দেশক, কারণ তৈরী পোশাক শিল্প, শিল্প খাতের অর্ন্তভূক্ত।

পণ্য বাণিজ্য শর্ত

একটি দেশ শুধুমাত্র তার নিজস্ব পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে তা নয়, বরং তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যদেশ হতে পণ্যসামগ্রী আমদানীও করতে হয়। কোন দেশ তার নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানী পণ্যের বিনিময়ে কি পরিমাণ পণ্য অন্য আরেকটি দেশ হতে আমদানী করতে পারবে তা বাণিজ্য শর্তের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। বাণিজ্য শর্ত বলতে সেই শর্তকে বুঝায়, যে শর্তের মাধ্যমে একটি দেশের পণ্য সামগ্রী অন্য আরেকটি দেশের পণ্য সামগ্রীর সাথে বিনিময় হয়। যখন কোন দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক আমদানী পণ্যের মূল্যসূচক অপেক্ষা বেড়ে যায়, তখন সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, বাণিজ্য শর্তের উন্নতি ঘটেছে।

অর্থাৎ এ অবস্থায় একই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামগ্রী আমদানি করা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে, যখন কোন দেশের আমদানি পণ্যের মূল্যসূচক রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক অপেক্ষা বেড়ে যায়, তখন সাধারণভাবে বলা হয় যে, বাণিজ্য শর্তের অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় একই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যায়। এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে, সারণী-৫ এ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য বাণিজ্য শর্তের গতি-প্রকৃতি দেখানো হয়েছে। সারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে রপ্তানী মূল্যসূচক ছিল ১০১.৯ এবং আমদানী মূল্যসূচক ছিল ১০৭.৪ এবং এই বছরে পণ্যবাণিজ্য শর্ত ২.৩ ভাগ উন্নতি লাভ করে। অপরদিকে ১৯৯১/৯২ সালে ১.৪ ভাগ, ১৯৯২/৯৩ অর্থবছরে ৩.৫ ভাগ এবং ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছরে ২.৭ ভাগ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৯৪/৯৫ সালে পণ্যবাণিজ্য শর্তের ২.২ ভাগ ও ১৯৯৫/৯৬ সালে ০.৬ ভাগ অবনতি ঘটে।

সারণী-৫। পণ্য বাণিজ্য শর্ত এবং শর্তের বার্ষিক পরিবর্তন

(ভিত্তিঃ ১৯৭৯-৮০=১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্যসূচক	আমদানী মূল্যসূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত*
১৯৯০-৯১	১০১.৯	১০৭.৪	৯৪.৯
	(৬.৬)	(৪.৩)	(২.৩)
১৯৯১-৯২	১০০.৪	১০০.৪	৯৬.২
	(-১.৫)	(-২.৮)	(১.৪)
১৯৯২-৯৩	১০৭.৩	১০৭.৮	৯৯.৬
	(৬.৯)	(৩.২)	(৩.৫)
১৯৯৩-৯৪	১১৩.৩	১১০.৮	১০২.৩
	(৫.৬)	(২.৮)	(২.৭)
১৯৯৪-৯৫সা	১২০.৮	১২০.৭	১০০.১
	(৬.৬)	(৮.৯)	(-২.২)
১৯৯৫-৯৬সা	১২৮.৯	১২৯.৫	৯৯.৫
	(৬.৭)	(৭.৩)	(-০.৬)
১৯৯৬-৯৭সা	১৩৫.০	১৩৩.৪	১০১.২
	(৪.৮)	(৩.০)	(১.৭)
১৯৯৭-৯৮সা	১৪০.২	১৩৭.৯	১০১.৭
	(৩.৮)	(৩.৪)	(০.৫)

* পণ্য বাণিজ্য শর্ত = (রপ্তানী মূল্য সূচক / আমদানী মূল্য সূচক) × ১০০

সা = সাময়িক। নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের হার নির্দেশক

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯) বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮, পৃ: ৭১।

১৯৯৬/৯৭ সালের তুলনায় ১৯৯৭/৯৮ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায় ৩.৮ ভাগ। অন্যদিকে, আমদানী পণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩.৪ ভাগ।

ফলে ১৯৯৬/৯৭ সালের তুলনায় ১৯৯৭/৯৮ সালে পণ্য বাণিজ্য শর্তে শতকরা ০.৫ ভাগ উন্নতি ঘটে।

৬। পঞ্চবার্ষিক মেয়াদী রপ্তানী উন্নয়ন নীতি

বাংলাদেশ মুক্ত বাজার অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোর আলোকে রপ্তানী উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় এবং আমদানী ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন, পণ্যের বহুমুখীকরণ, অধিকতর দেশীয় উপাদান সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্পের সাথে পশ্চাৎঅন্বয়ী (Backward linkage) শিল্প ও সেবাসমূহের সংযোগ স্থাপন; পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর বাজারোপযোগীকরণ; আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্টকরণ, রপ্তানীবাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, রপ্তানী সম্প্রসারণে বেসরকারীখাতকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণ, ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক নীতির পরিবর্তে পাঁচ বছর মেয়াদী রপ্তানী নীতি (১৯৯৭-২০০২) গ্রহণ করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সত্তর ও আশির দশকের দিকে পণ্য বাণিজ্য কৌশল ছিল আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে পণ্য বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন। কিন্তু এই কৌশল খুব বেশী উপকারে আসেনি। তাই বিশ্ব বাজারের সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারের অন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নব্বই দশকে উদার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ইতোমধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা উদারীকরণ এবং টাকাকে চলতি হিসাবে বিনিময়যোগ্য করা হয়। উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য চুক্তির প্রেক্ষাপটে পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর আরোপিত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা যথাসম্ভব দূর করে, রপ্তানী নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী বাণিজ্য নীতির লক্ষ্য। পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১/০২ সালে রপ্তানীর লক্ষমাত্রা ১৯৯৬/৯৭ এর মূল্যসূচক অনুযায়ী ধরা হয়েছে ৭৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ সরকার: ১৯৯৮, পৃ: ৯৮)। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন রপ্তানী নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই নতুন রপ্তানী নীতির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন ;

- বিদ্যমান বাজার সংরক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী উদারীকৃত এবং ভূমন্ডলীকৃত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগসমূহ গ্রহণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- রপ্তানী প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও রপ্তানী সুযোগ সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সুসংহতকরণ;
- রপ্তানী বাণিজ্যের অবকাঠামো উন্নয়ন;
- রপ্তানীখাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনসম্পদ সৃষ্টি;
- রপ্তানী পণ্যের মান এবং গ্রেডিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্তরে উন্নীতকরণ।

এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১। উচ্চ মূল্যের নতুন ও অধিক মূল্য সংযোজিত ক্যাটাগরির তৈরী পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য শিল্প, কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং এগ্রো-প্রসেসিং খাতকে এ রপ্তানী নীতিতে থ্রাষ্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিতকরণ;

২। ন্যূনতম শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানীমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা প্রদান এবং অনুরূপ অন্যান্য রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক ও কর সুবিধা বাদে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান;

৩। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রিখাতে পৃথক লাইন ব্যবহার সহজতর করার উদ্দেশ্যে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী উক্ত শিল্পের জন্য বেসরকারী খাতে আন্তর্জাতিক ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপনের অনুমতি প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানীর অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত তথ্য প্রযুক্তি পল্লী স্থাপন এবং সফটওয়্যার বিপণন সুবিধার জন্য কপিরাইট আইনে সফটওয়্যার সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজন;

৪। Export Credit Guarantee Scheme এর আওতায় রপ্তানী উন্নয়ন ও সম্প্রসাররণর স্বার্থে সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসন করে স্কীমকে পুনর্বিন্যাস ও জোরদারকরণ;

৫। রপ্তানী হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রদেয় করের শতকরা ৫০ ভাগ প্রতি বছর অর্থ আইনে রেয়াত দেবার প্রথা পরিবর্তন করে আয়কর আইনের

অধীনে যে কোন রপ্তানী ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ কর মুক্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে রপ্তানী পণ্য আয়ের শতকরা ০.৫ ভাগ উৎস করের পরিবর্তে শতকরা ০.২৫ ভাগ নির্ধারণ;

৬। আকাশ পথে ক্র্যাশপ্রোগ্রামভূক্ত সকল পণ্য (ফলমূল ও শাক-সব্জিসহ) রপ্তানী ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান এবং বিদেশী এয়ারলাইন্সসমূহের কার্গো সার্ভিস ব্যবহারের জন্য বর্তমানে সিভিল এভিয়েশান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত রয়্যালটি প্রত্যাহারকরণ;

৭। হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির জন্য ফার্ম কন্ট্রাক্ট / ঋণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলকরণ এবং চলতি মূলধনকে রপ্তানী ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে রেয়াতী হারে সুদ পরিশোধের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৭০ দিনে বর্ধিতকরণ;

৮। ইপিজেড বহির্ভূত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত আমদানীর সুবিধা প্রদান;

৯। রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্যের মান উন্নয়ন লক্ষ্যে নমুনা আমদানীর সুবিধা বার্ষিক ১০০০ ডলার এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর উর্ধ্বে নির্ধারণ এবং বাণিজ্য মেলা ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত রপ্তানী পণ্যের নমুনা প্রেরণের আর্থিক সীমা বার্ষিক ১৫০০ মার্কিন ডলারে পুনঃ নির্ধারণ, সর্বোপরি পার্শেল পোষ্টে নমুনা প্রেরণে মূল্যসীমা বর্তমানের ২,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকায় উন্নীতকরণ;

১০। তৈরী পোশাক শিল্প ও দেশীয় বস্ত্র খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের অনুকূলে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে শতকরা ২৫ ভাগ বিকল্প সুবিধা প্রদান; রপ্তানী পণ্যের উপকরণ আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র-ব্যাক এর সুবিধা গ্রহণ করা না হলে অথবা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহার করা হলে স্থানীয় বস্ত্র উৎপাদনকারী তথা সরবরাহকারী (একই প্রতিষ্ঠান হতে হবে) এবং রপ্তানীকারক মধ্যবর্তী ক্রেতা হলে পণ্যের উৎপাদনকারীকে উক্ত সুবিধা প্রদান;

১১। চামড়া ও তৈরী পোশাকসহ ১০০% রপ্তানীমুখী অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত অংশের প্রযোজ্য কর শতকরা ২০ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা এবং ১০০% রপ্তানীমুখী

শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউস সম্প্রসারণ করা হবে;

১২। ফরেন কারেন্সি একাউন্টে মার্কিন ডলার অথবা পাউন্ড স্টার্লিংয়ে রপ্তানীকারকের জমা রাখার সীমা এফওবি রপ্তানী আয়ের শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগে উন্নয়ন করা, তবে যে সব পণ্যের আমদানীর অংশ তুলনামূলক ভাবে বেশী সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং সেবা রপ্তানীকারকগণকে তাদের এফওবি রপ্তানী আয়ের ৭.৫ শতাংশের জন্য এ সুবিধার ব্যবস্থাকরণ;

১৩। প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে রপ্তানীকারকদের ক্রেডিট কার্ড প্রদান অব্যাহত রাখার, প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র সুদৃঢ় চুক্তির অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণপত্র / চুক্তিতে বর্ণিত মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির, নবাগত রপ্তানীকারকদের উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ব্যাংক রপ্তানী ঋণের জন্য আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার এবং স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে / অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাকরণ। অমোচনীয় ঋণপত্রের অধীনে সাইট পেমেন্ট ভিত্তিতে যদি রপ্তানী করা হয়, তাহলে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদে ধার্য করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানীকারকদেরকে প্রয়োজনীয় রপ্তানী দলিলপত্র জমা দিতে হবে।

১৪। ২০০০ সাল পর্যন্ত ক্রাষ্ট চামড়া রপ্তানীর মেয়াদবৃদ্ধি করা, ওয়েট ব্লু ও পিকেলডসহ কাঁচা চামড়া আমদানী কার্যক্রম বহাল রাখা এবং কাঁচা চামড়া আমদানীর ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য বর্তমান প্রচলিত কাস্টমস ডিউটি (২.৫%), আমদানী লাইসেন্স ফি (২.৫%) মওকুফ করা হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা নিতে আগ্রহী নয় এবং যাদের বন্ডেড ওয়্যার হাউস নেই তাদের ডিউটি-ড্র-ব্যাকের সমপরিমাণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

উপসংহার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্ব অর্থনীতি উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। বর্তমানে বিশ্ব এক গ্লোবাল ভিলেজ হতে চলেছে। ২০০৫ সাল নাগাদ সকল কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাহীন যে বিশ্ব অর্থনীতি দেখা দিবে তা হবে প্রচন্ড প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব। তখন "Survival of the fittest" কথাটি হবে একমাত্র খাঁটি সত্য কথা। শুধুমাত্র সেরা এবং যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে আর অযোগ্য এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে বিদায়। জি এস পি সুবিধার কারণে বাংলাদেশ এখনও ইউরোপের বাজারে চীন, ভারত ও শ্রীলংকার তুলনায় শতকরা ১২.৫ ভাগ কম শুল্কে তৈরী পোশাক রপ্তানী করতে পারছে (বাংলাদেশ ব্যাংকঃ ১৯৯৮, পৃঃ ১৪)। ২০০৫ সালে গ্যাট চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হলে এই সুবিধা রহিত হবে। যার ফলে বাংলাদেশ তার তৈরী পোশাক শিল্পের রপ্তানী বাজার হারাতে পারে এবং রপ্তানী বাণিজ্য চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে।

সুতরাং এখন থেকে আমাদের সাবধানতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে। তৈরী পোশাক শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা এবং একই সাথে দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যে কোন মূল্যে তৈরী পোশাক শিল্পের বাজার রক্ষা করতে হবে। রপ্তানী খাতে আরও নতুন নতুন পণ্যের বিচিত্র সহমাহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান কম্পিউটার সফটওয়্যার বাজারে বাংলাদেশকে তার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে টাটকা সব্জি, ফুল এবং অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের যে বাজার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশে নতুন নতুন বাজার খুজে বের করতে হবে।

আশা করা যায় বর্তমান রপ্তানী নীতি, রপ্তানী ক্ষেত্রে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বর্তমান রপ্তানী নীতি, সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জাপান, সিংগাপুর এবং হংকং এর মত অর্থনৈতিক পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হতে পারে। আমরা এই আশাটুকু করতে পারিনা কি?

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যসমূহ এবং পণ্যওয়ারী রপ্তানী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পণ্য সমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/ ৯২	১৯৯২/ ৯৩	১৯৯৩/ ৯৪	১৯৯৪/ ৯৫	১৯৯৫/ ৯৬	১৯৯৬/ ৯৭	১৯৯৭/ ৯৮
ক) প্রাথমিক পণ্য সমূহ								
১। কাঁচা পাট	১০৪	৮৫	৭৪	৫৭	৭৯	৯১	১১৬	১০৮
২। চা	৪৩	৩২	৪১	৩৮	৩৩	৩৩	৩৮	৪৭
৩। হিমায়িত খাদ্য	১৪২	১৩১	১৬৫	২১১	৩০৬	৩১৪	৩২১	২৯৪
৪। কৃষিজ পণ্য	৮	১০	১৫	১৫	১৩	২২	২৯	--
৫। অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যসমূহ	১০	১০	১৯	২৬	২১	১৬	২২	--
মোট প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ (১-৫)	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৪৪৯
খ) শিল্পজাত পণ্য								
৬। পাটজাত দ্রব্য	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	৩১৮	২৮১
৭। চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	১৯৫	১৯০
৮। ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল, বিটুমিন	৩২	৮	৩৭	১৬	১৪	১১	১৬	--
৯। তৈরী পোষাক ও নীটওয়্যার সামগ্রী	৮৬৭	১,১৮৩	১,৪৪৫	১,৫৫৬	২,২২৮	২,৫৪৭	৩,০০১	৩,৭৮৪
১০। রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	১০৮	৭৪
১১। কাগজ ও সহজাত	৫	৬	৩	-	-	-	-	-
১২। হস্তশিল্পজাত পণ্য	৫	৯	৫	৭	৬	৬	৬	৬
১৩। ইনিনিয়ারিং গ্রব্য	৬	৯	১৮	৪	১০	১৩	১৬	-
১৪। অন্যান্য শিল্প -জাত পণ্য	৩২	৪১	৬৬	৯৮	১৩৪	১৮৯	২৪১	৩৭৭
মোট শিল্পজাত (৬-১৪)	১,৪১১	১,৭২৬	২,০৬৯	২,১৮৭	৩,০২১	৩,৪০৬	৩,৯০১	৪,৭১২
সর্বমোট (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎসঃ বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃঃ ১৩০।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmad, Muzaffar (1989). "Readymade Garment Industry in Bangladesh." Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.9, No.2

Government of Bangladesh (1973). *The First Five Year Plan, 1973-78*. Dhaka: Plannig Commission, Ministry of Plinnig.

Government of Bangladesh (1983). *The Second Five year Plan.1980-85*. Dhaka: planning Commission. Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1985).TheThird Five year Plan, 1985-90. Dhaka: Planning Commission, Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1990). *TheFourth Five year Plan.1990-95*. Dhaka: planning Commission. Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1996). *Bangladesh Export Statistics*. Dhada: Export promotion Bureau.

Government of Bangladesh (1998). *The Fifth Five year Plan, 1997-2002*. Dhaka: Planning Commission, Ministry of Planning.

Hossain, MD. Belayet (1983). "Some Analysis of the Structural Change of Bangladesh's Export Trade." *Bangladesh Jorurnal of Political Ecnomy. Vol.6, No.2.*

Islam, Aminul M and Quddus, Munir (1996). "the Export Garment Industry in Bangladesh: A political Catalyst for Breakthrough." N..M Wahid and Charles E. Weis (Eds). *The Economy of Bangladesh Problems and Prospects*. London: Praeger.

Islam, Muhammed N and Iftekharuzzaman (1996). "Export- Growth Nexus in a Small Open Economy : The Case of Bangladesh." N.M Wahid and Charles E.Weis (eds). *The Economy of Bangladesh Problems and Prospects*. London: Praeger

Khan, Ershadullh (1983). "Implication of Developments in International Trade on developing Countries with Special Reference to Bangladesh.." *Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.6, No.2.*

Rahman, M Lutfor (1983). Export Trade of Bangladesh: Pattern and Directon of Change Over the Last Ten Years." *Bangladesh Journal of Political* Economy. Vol.6, No.2.

Rahman, Mustafa Abdur and Hasan, Mlohammad Sayed (1983). "External Trade of Bangladesh in Retrospect. "Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.6, No.2.

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯)। *বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭/৯৮*। ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৮৮-৮৯*। ঢাকা: পরিসংখ্যান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৩-৯৪*। ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৪-৯৫*। ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৫-৯৬*। ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *(১৯৯৮)। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা* মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা

বাংলাদেশ সরকার *(১৯৯৮)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭*, ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *বাংলাদেশ সরকার।*

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ (বিভন্ন সংখ্যা ১৯৮৯/৯০ হতে ১৯৯৩/৯৪) ঢাকা: অর্থ বিভাগ, মন্ত্রণালয়।